International Labour Organization

বাংলাদেশে আইএলও

আগস্ট ২০২৫

© Better Work Bangladesh/ILO

এক নজরে

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আইএলও তে যোগদান করে

সহযোগিতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

- শ্রম অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মান
- পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা
- দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের
- টেকসই উদ্যোগ
- শ্রম অভিবাসন
- সামাজিক সুরক্ষা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ
- জেন্ডার সমতা এবং কর্মক্ষেত্রে হয়রানি থেকে সুরক্ষা

ত্রিপাক্ষিক কনস্টিটিউয়েন্টসমূহ

- বাংলাদেশ সরকার
- বাংলাদেশ এমপ্লয়ার'স ফেডারেশন (BEF)
- ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ ওয়ারকার্স এডুকেশন (NCCWE)

অনুস্বাক্ষরকৃত কনভেনশনসমূহ

১০টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে ৮টি সহ বাংলাদেশ মোট ৩৬ আইএলও কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বাংলাদেশ কার্যালয়

পিপিডি সচিবালয় অফিস কমপ্লেক্স, ব্লক এফ, প্লট-১৭/বি এন্ড সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

টেলিফোনঃ +৮৮০ ৯৬৭৮ ৭৭৭ ৪৫৬-৭
ইমেইলঃ DHAKA@ilo.org

আরো তথ্যের জন্য আইএলও বাংলাদেশের ওয়েবসাইট ilo.org/Bangladesh ভিজিট করুন

সবার জন্য শোভন কাজ

দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মজগতে শ্রম সংক্রান্ত সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার এবং আইএলও ১৯৭২ সাল থেকে এক সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ আশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যেটির পেছনে তৈরি পোশাক খাতের বৃহত্তর অবদান রয়েছে। তবে, এই প্রবৃদ্ধি সমানভাবে বিভক্ত নয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি মূলত রপ্তানিমুখী শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং এর ফলে অনেকের জন্যই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য শুন্যতা রয়ে গিয়েছে। শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের বিরাট অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতের দখলে। বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকলেও এই খাতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সুবিধাদির অভাব রয়েছে। সেই সাথে, আন্তর্জাতিক শ্রম মানের প্রয়োগ একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশের সাথে আইএলও'র অংশীদারিত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম মান এবং শ্রমিকদের অধিকারের প্রসার, শ্রম বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা, সামাজিক সংলাপ বৃদ্ধি এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলার পাশাপাশি জেন্ডার সমতা বৃদ্ধি করা। কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং ডিজিটাল প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করে বিশেষ করে যুবকদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতার উন্নয়ন এবং বাজারের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দক্ষতা সংক্রান্ত ঘাটতি পূরণ করা এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য।

এছাড়াও, অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তভুক্তিকরণ এবং টেকসই উদ্যোগের উন্নয়ন করা।

শ্রম বাজার সংক্রান্ত সূচকসমূহ

- কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী (১৫-৬৪): ১১ কোটি
- শ্রমশক্তি : ৭ কোটি ১০ লক্ষ
- শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার: ৪৯.৫%
- জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থান: ৪৭.১%
- বেকারত্বের হার: ৫.৬%
- তরুন বেকারত্বের হার: ১৬.৮%
- কর্মসংস্থান, শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণে অনুপস্থিতির (NEET) হার: ৩০.৯%
- অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান: ৮১.১৯%

সূত্রঃ ILOSTAT 2022

আইএলওর কাজের পরিধি

বাংলাদেশে আইএলও এবং এর সহযোগীরা-সরকার, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের সংগঠন যে সকল বিষয়ে একত্রে কাজ করছেঃ

- **শ্রমমান ও শাসনব্যবস্থা:** শ্রম অভিবাসন নীতিমালাসহ স্থানীয় শ্রম আইন এবং শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম মান বাস্তবায়ন।
- **সামাজিক সংলাপ:** কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, শিল্প সংক্রান্ত সম্পর্ক এবং অন্যান্য শ্রম বিষয়ক বিষয়সমূহ দেখাশোনার জন্য সামাজিক সংলাপ এবং ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক চাকরি নীতিমালা:** তরুন, নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক চাকরী সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ প্রণয়ন করা।
- **টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটানো।
- **দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান:** দক্ষতা উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শেখার সুযোগ এবং মেধার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মযোগ্যতার সাথে সংযোগ স্থাপন করা।
- **শ্রম অভিবাসন সংস্কার:** অভিবাসী শ্রমিকদের স্বচ্ছ নিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য শ্রমিক অভিবাসন নীতিমালা এবং চর্চাসমূহ সংস্কার করা।
- **সামজিক সুরক্ষা:** সকল শ্রমিকদের জন্য স্থায়িত্ব এবং ব্যাপক সুযোগ নিশ্চিতের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকরণ।

আইএলও এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্জন

- আইন ও নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রের উন্নয়ন: শ্রম অধিকার, শ্রমিক-নিয়োগকর্তার সম্পর্ক, কাজের শর্ত, এবং মজুরি নির্ধারণ শক্তিশালী করার জন্য শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিদেশে কর্মরত প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখের অধিক শ্রমিকের অধিকারের সুরক্ষা প্রদানের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ কার্যকর করা হয়েছে।
- নীতিমালা তৈরির জন্য গবেষণা: নিবিড়ভাবে নীতিমালা তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় শিশু শ্রম সংক্রান্ত জরিপসহ নিয়মিতভাবে শ্রমিক এবং শ্রম বাজার সংক্রান্ত উপাত্ত সরবরাহে সহায়তা প্রদান করা।
- উন্নত পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য (OSH): রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর ১,৫০০টির অধিক গার্মেন্টস কারখানা স্থাপত্য, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিষয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতের জন্য শ্রম অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি জাতীয় ওএসএইচ নীতিমালার সহায়তায় সকল পর্যায়ে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য (OSH) সম্পর্কে সচেতনতা এবং সামর্থের উন্নয়ন করা হয়েছে। জাতীয় ওএসএইচ নীতিমালা এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (এনওএসএইচটিআরআই) এর সহায়তায় একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেইফটি ইউনিট এ সকল পদক্ষেপ অন্যান্য শিল্পে সম্প্রসারণ করছে।
- শক্তিশালী দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা (২০১১ ও ২০২২) সহ একটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শক্তিশালী কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) কোয়ালিফিকেশনের কাঠামো এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড; সমন্বিত ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF); যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং সনদ প্রদান দেখাশোনার জন্য ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিটি এসিউরেন্স সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে এর পরিধি বিস্তার করা।
- উন্নত কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষা: আইএলও'র সহায়তায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ এ সর্বজনীন এবং জীবন চক্রভিত্তিক সামজিক সুরক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে। পোশাক খাতের চল্লিশ লক্ষ শ্রমিকের জন্য এই দেশটি দেশে সফলভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বিষয়ক স্কিম পাইলট হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে এবং সেই সাথে বেকারত্ব সংক্রান্ত বীমার রোডম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কি?

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘের কর্ম বিষয়ক সংস্থা। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কর্ম সংক্রান্ত অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসার জন্য আমরা সরকার, মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদের এক জায়গায় সমবেত করি।

©International Labour Organization 2025